উপমিতি

নৈয়ায়িকগণ যে চার প্রকার প্রমা বা যথার্থ অনুভব স্বীকার করেন, তন্মধ্যে উপমিতি অন্যতম প্রমা বা যথার্থ অনুভব। আর এই উপমিতি প্রমা লাভের উপায়কে উপমান প্রমাণ বলে। ন্যায়সূত্রকার মহর্ষি গৌতম তাঁর ন্যায়সূত্রগ্রন্থে উপমান প্রমাণের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেন, 'প্রসিদ্ধ সাধর্ম্যাৎ সাধ্যসাধনম্ উপমানম্' অর্থাৎ কোন পদার্থে কোন প্রসিদ্ধ পদার্থের সাদৃশ্য প্রত্যক্ষজন্য কোন সাধ্য সিদ্ধির যা কারণ, অর্থাৎ যার দ্বারা সেই সাধ্য পদার্থের যথার্থ অনুভূতি জন্মে, তা উপমান প্রমাণ। আর এই উপমান প্রমাণজন্য যে অনুভূতি তা উপমিতি প্রমা।

তর্কসংগ্রহকার অন্নংভট্ট উপমিতির লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেন, ‘সংজ্ঞাসংজ্ঞীসম্বন্ধজ্ঞানম্ উপমিতি’ এখানে সংজ্ঞা বলতে একটি শব্দ বা পদকে বোঝায়, আর সংজ্ঞী বলতে ঐ পদের দ্বারা বোধিত অর্থকে বোঝায়। এককথায় সংজ্ঞাসংজ্ঞী সম্বন্ধ বলতে পদ ও পদের দ্বারা বোধিত অর্থের সম্বন্ধকে বুঝতে হবে। এই প্রকার সম্বন্ধ জ্ঞানই উপমিতি।

এই উপমিতি জ্ঞান সাদৃশ্যজ্ঞান থেকে হয়ে থাকে। সাদৃশ্যজ্ঞানকে উপমিতির করণ বলে। আর তাই অন্নংভট্ট সাদৃশ্যজ্ঞানকে উপামান প্রমাণ বলেছেন। আচার্য উদয়নের ও একই অভিমত। কোন অজ্ঞাত পদার্থে যদি কোন জ্ঞাত পদার্থের সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ হয় এবং ঐ সাদৃশ্য প্রত্যক্ষের দ্বারা যদি ঐ অজ্ঞাত পদার্থের নামের সঙ্গে তার সম্বন্ধের জ্ঞান হয়, তাহলে ঐ জ্ঞান কে উপমিতি বলে। উদাহরণ হিসাবে অন্নংভট্ট বলেছেন - গবয়ত্ববিশিষ্ট পশুতে গো সাদৃশ্য দর্শনের দ্বারা গবয়ত্ববিশিষ্ট পশুতে গরু শব্দের বাচ্যত্ব বোধই উপমিতি। ব্যাপারটিকে নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যার মাধ্যমে তর্কসংগ্রকার আমাদের সামনে সহজবোধ্য করার চেষ্টা করেছেন।

গবয় নামক একপ্রকার পশু অরণ্যে থাকে। তবে সেটি গরুর সদৃশ হলেও গরু নয়। গরুর মত গবয়ের সাস্না বা গলকম্বল নাই। গবয় অরণ্যে থাকে। তাই নগরবাসীর পক্ষে তার প্রত্যক্ষজ্ঞান হওয়া সম্ভব নয়। নগরবাসী 'গবয়' শব্দটি শুনেছেন, কিন্তু অর্থ জানেন না। তাই একদিন, এক অরণ্যবাসীকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন - 'গো সদৃশ গবয়ঃ' অর্থাৎ গরুর সদৃশ পশুই গবয়। অরণ্যবাসীর এই কথাটির পারিভাষিক নাম অতিদেশবাক্য। এই অতিদেশ্যবাক্যটি শ্রবণ করে নগরবাসী কোনদিন বনে গিয়ে গরুর সদৃশ কোন পশুকে দেখেন, তবে তার পূর্বশ্রুত সেই অতিদেশ্য বাক্যটি মনে পড়ে যায়। বনে দৃষ্ট পশুতে গোসাদৃশ্য দর্শনের ফলে 'গোসদৃশ গবয়ঃ' - এই বাক্যের অর্থের স্মরণ হয়। তারপরক্ষণে স্মরণের দ্বারা 'অয়ং গবয়পদবাচ্যঃ' - এরূপ একটি জ্ঞান হয়। এখানে 'গবয়' পদটিকে সংজ্ঞা এবং বনে দৃষ্ট অজানা পশুকে সংজ্ঞী বলা হয়েছে। গবয় সংজ্ঞার সাথে ঐ সংজ্ঞীর সম্বন্ধের(বাচ্যবাচকভাব সম্বন্ধের) জ্ঞানই উপমিতি।

তবে এখানে একটি কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ‘অয়ং গবয়পদবাচ্যঃ’ - এরূপ জ্ঞানকে উপমিতি বলা হলেও তা সঙ্গত হয় নি। কেননা এর দ্বারা কেবলমাত্র সম্মুখস্থিত গবয়ের শক্তিগ্রহ বা অর্থবোধ হলেও অন্য গবয়ের শক্তিগ্রহ বা অর্থবোধ হবে না অর্থাৎ গবয়মাত্রে (সকল গবয়ে) গবয়পদবাচ্যত্বের জ্ঞান হবে না। কেবলমাত্র ‘গবয়ঃ গবয়পদবাচ্যঃ’ - এরূপ জ্ঞান হলেই যে কোন গবয়ে গবয় পদবাচ্যত্বের জ্ঞান হবে। সুতরাং উপমিতির প্রকৃত পরিচয় বা আকার হবে - ‘গবয়ঃ গবয়পদবাচ্যঃ’।

এখন প্রশ্ন হল, এই যে উপমিতির জ্ঞান হল তার করণ কোন্‌টি। সাধারণ নিয়মানুযায়ী উপমানই উপমিতির করণ হয়। তাই বলা হয়েছে - 'উপমিতি করণম্‌ উপমানম্‌'। কিন্তু পরে অন্নংভট্ট আবার বলেছেন, 'তৎ করণম্‌ সাদৃশ্যজ্ঞানম্‌' অর্থাৎ উপমিতির করণ হল সাদৃশ্যজ্ঞান। কার্যের অনেকগুলি কারণের মধ্যে যে কারণটি অসাধারণ এবং ব্যাপারবিশিষ্ট হয় তাকেই করণ বলে। উপমিতির ব্যাপার হল 'অতিদেশবাক্যার্থের স্মরণ'। এই ব্যাপারটি রয়েছে - 'গো সদৃশ গবয়ঃ' - এই প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানে অর্থাৎ সাদৃশ্যজ্ঞানে। সুতরাং এই সাদৃশ্যজ্ঞান হল ব্যাপারবিশিষ্ট বা ব্যাপারবৎ। আবার এই ব্যাপারবৎ সাদৃশ্যজ্ঞানের দ্বারা 'গবয়ঃ গবয়পদবাচ্যঃ' - এই উপমিতি জ্ঞান হয়। তাই বলা যায় এই সাদৃশ্যজ্ঞানই উপমিতির করণ। কারণ ইহাই ব্যাপারবৎ অসাধারণ কারণ।

কোন কোন নৈয়ায়িক আবার ন্যায়সূত্রগ্রন্থে প্রদত্ত উপমানের লক্ষণে ‘সাধর্ম’ শব্দটির দ্বারা তিন প্রকার ধর্মের কথা বলেছেন, যথা ঃ ১) সাদৃশ্যধর্ম, ২) অসাধারণধর্ম ও ৩) বৈশাদৃশ্যধর্ম। আর এই তিন প্রকার ধর্ম অনুসারে উপমান তথা উপমিতির করণও তিন প্রকার। এগুলি হল ঃ ১) সাদৃশ্যবিশিষ্ট বস্তুজ্ঞান বা উপমিতি, ২) অসাধারণধর্মবিশিষ্ট বস্তুজ্ঞান বা উপমিতি এবং ৩) বৈসাদৃশ্যবিশিষ্ট বস্তুজ্ঞান বা উপমিতি। এদের মধ্যে প্রথমটির আলোচনা আমরা ইতিপূর্বে করেছি(গোসদৃশ গবয়ঃ - এই অতিদেশবাক্যটিতে গবয় ও গো-এর বিশেষ সাদৃশ্যের উল্লেখ থাকায় এই উপমিতিটি হল সাদৃশ্যধর্মবিশিষ্ট উপমিতি)।

২)দ্বিতীয়টির উদাহরণ হল - ‘যে অতিকায় প্রাণীর নাসিকার ওপর শিং থাকে তা গণ্ডারপদবাচ্য’ - এই প্রকার অতিদেশবাক্য শ্রবণের পর যদি কোন ব্যক্তি যিনি ইতিপূর্বে গণ্ডার দেখেননি তিনি কোন প্রাণীতে ঐ প্রকার অসাধারণ ধর্ম অর্থাৎ নাসিকার ওপর শিং (নাসিকার ওপর শিং কেবল গণ্ডারেরই থাকে, তাই এটি সাধারণ ধর্ম না হয়ে অসাধারণধর্ম) প্রত্যক্ষ করে প্রাণীটিকে গণ্ডার নাম(শব্দ) দ্বারা সনাক্ত করেন, তাহলে সেই উপমিতি জ্ঞানটি হবে অসাধারণধর্মবিশিষ্ট উপমিতি।

৩) বৈসাদৃশ্যধর্মবিশিষ্ট উপমিতি ঃ ‘ঘোড়ার মত যে প্রাণীর গলাটা অনেক লম্বা, তাকে জিরাফ বলে বা তা জিরাফ পদবাচ্য’ - এই অতিদেশবাক্য শ্রবণের পর যদি কোন ব্যক্তি, যে ইতিপূর্বে জিরাফ দেখেনি, কোন প্রাণীতে ঐ প্রকার বৈধর্ম (অন্যান্য প্রাণীর গলা থাকলেও অতটা লম্বা হয় না) দর্শন করে প্রাণীটিকে ‘জিরাফ’ নামে সনাক্ত করে, তাহলে সেই উপমিতি জ্ঞানটি হবে বৈধর্ম বা বৈসাদৃশ্য ধর্মবিশিষ্ট উপমিতি। এক্ষেত্রে বৈধর্মের বা বৈসাদৃশ্যের জ্ঞানটি হল উপমিতির করণ বা উপমান।

বৈশেষিকগণ উপমান প্রমাণ স্বীকার করেন না। তাই তাঁরা নৈয়ায়িক স্বীকৃত উপমিতিকে অনুমিতির গতার্থ করেন। উপমানস্থলে যদি প্রত্যক্ষ পদার্থের দ্বারা অপ্রত্যক্ষ পদার্থের জ্ঞান হয়, তাহলে তা যে অনুমিতি হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বৈশেষিকগণ যেভাবে বিষয়টিকে উপস্থাপন করেছেন তা নিম্নরূপভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

বৈশেষিকদের মতে নগরবাসী 'গবয়' এই শব্দটিকে সাধু শব্দ বলে জানে, যেমন ঘট, পট ইত্যাদি শব্দ। (যে শব্দের কোন অর্থ বিশেষে শক্তি থাকে, তাকে সাধুশব্দ বলে)। সে অরণ্যবাসীর নিকট শুনেছে, 'গবয়ঃ গোসদৃশঃ'। এরপর সে বনে গিয়ে যদি গোসদৃশ কোন পশুকে অর্থাৎ গবয়কে দেখে, তখন সে অনুমান করে যে, গবয় শব্দটি যেহেতু সাধুশব্দ, সেহেতু ঐ শব্দের কোন অর্থ বিশেষে শক্তি আছে। সাধুশব্দ যে অর্থটিকে নিজ শক্তির দ্বারা বোঝায়, সেই অর্থকে শক্যার্থ বলে। সাধুশব্দ যখন স্বশক্যার্থকে বোঝায়, সেই ধর্মকে সেই শব্দের শক্যতাবচ্ছেদক বলা হয়।

যেমন ঘট শব্দের শক্যতাবচ্ছেদক ঘটত্ব হয়। বৈশেষিকমতে, এই শক্যতাবচ্ছেদক ধর্মকে ‘প্রবৃত্তিনিমিত্ত’ শব্দের দ্বারাও প্রকাশ করা হয়। এখন গবয় শব্দটি যেহেতু সাধুশব্দ, সেহেতু এই শব্দের শক্যতাবচ্ছেদক বা প্রবৃত্তিনিমিত্ত অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। গবয়শব্দ যখন গবয় নামক পদার্থকে অর্থাৎ ‘নীলগাই’রূপ অর্থকে বোঝায়, তখন নিশ্চয়ই কোন ধর্মের দ্বারা বোঝায়। কারণ ‘গবয়পদং সপ্রবৃত্তিনিমিত্তকং সাধুপদত্বাৎ’ - এই অনুমানের দ্বারা গবয়পদকে শক্যতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট বলা হয়।

এখন আমাদের বিচার করে দেখতে হবে, ‘গবয়’ শব্দ কোন্ ধর্মের দ্বারা নীলগাইরূপ অর্থকে বোঝায় ? ‘নীল গাই গবয় শব্দের বাচ্য’ - এইরূপে ‘গবয়’ শব্দ স্বশক্যার্থকে বোঝাতে পারে না, পরন্তু ‘নীলগাই’ পদার্থস্থিত কোন ধর্মের দ্বারাই গবয়শব্দ ‘নীলগাই’রূপ স্বশক্যার্থকে বোঝায়। নগরবাসী যে প্রাণীটিকে প্রত্যক্ষ করেছেন, তার তিনটি ধর্ম। এই তিনটি ধর্মের কোন একটির দ্বারাই গবয়শব্দ স্বশক্যার্থকে বোঝাবে। এই তিনটি ধর্ম হল ঃ ১) গোসদৃশত্ব বা গোসাদৃশ্য, ২) ইদন্ত্ব ও ৩) গবয়ত্ব।

এখন নীলগাইরূপ অর্থ গোসদৃশত্বধর্মের দ্বারা গবয়শব্দের বাচ্য হতে পারে না। কারণ গোসদৃশত্ব অন্য প্রাণীতে থাকে বলে অন্য প্রাণীও গবয় শব্দের বাচ্য হয়ে যাবে। আবার গবয়শব্দ নীলগাইরূপ অর্থকে ইদন্ত্ব ধর্মের দ্বারাও বোঝাতে পারে না। কারণ তাতে করে গবয়শব্দ দ্বারা কেবল সামনে স্থিত নীলগাইটিকেই বোঝাবে। যে সকল নীলগাই দ্রষ্টার সামনে উপস্থিত নাই, তাদেরকে গবয়পদবাচ্য বলা যাবে না। তাই স্বীকার করতে হবে যে গবয়শব্দ গবয়ত্ব ধর্মের মাধ্যমে নীলগাইরূপ স্বশক্যার্থকে বোঝায়। যেহেতু গবয়ত্ব সকল নীলগাইরূপ অর্থে বিদ্যমান। আবার নীলগাইভিন্ন অন্য প্রাণীতে অবিদ্যমান। আর তারজন্য অন্য দুটি ধর্ম অপেক্ষা এই ধর্মটি লঘুও বটে। আর তাই স্বীকার করতে হবে গবয়ঃ (নীলগাই) গবয়ত্বেন গবয়পদবাচ্যঃ। তাহলে পূর্বের স্বীকৃত ঐ অনুমানের দ্বারাই সিদ্ধ হচ্ছে গবয়ত্বই গবয়পদের প্রবৃত্তিনিমিত্ত বা শক্যতাবচ্ছেদক। এখন যদি অনুমানের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় যে, গবয়শব্দ গবয়ত্বেন রূপেণ সকল গবয়কে অর্থাৎ সকল নীলগাইকে বোঝায় তাহলে আর উপমান প্রমাণ স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই।

কিন্তু নৈয়ায়িকগণ বৈশেষিকদের প্রযুক্ত উক্ত সকল যুক্তি খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মতে উপমান প্রমাণ স্বীকার করতেই হবে। অনুমান প্রমাণের দ্বারা উপমান প্রমাণের ফল পাওয়া যায় না। ‘গবয়ঃ গবয়ত্বেন গবয়পদবাচ্যঃ’ - এরূপ জ্ঞান বৈশেষিক প্রদত্ত অনুমানের দ্বারা পাওয়া সম্ভব নয়। ‘গবয়পদং সপ্রবৃত্তিনিমিত্তকং সাধুপদত্বাৎ’ - এই অনুমানের দ্বারা কেবল গবয়পদের কোন অর্থ বিশেষে শক্তি আছে এটি বোঝা যায় অথবা গবয়শব্দ শক্যতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট পাদার্থকে বোঝায়। কিন্তু গবয়ত্বরূপে নীলগাইরূপ গবয়পশুতে গবয়শব্দের শক্তি অর্থাৎ গবয়ত্বই যে গবয়শব্দের শক্যতাবচ্ছেদক, একথা উক্ত অনুমানের দ্বারা কখনোই জানা যায় না।

কারণ, সাধুশব্দত্বরূপ হেতুর সাথে কোন বিশেষ শক্যতাবচ্ছেদকের ব্যাপ্তি সম্বন্ধ থাকতে পারে না, বা কোন একটি শব্দের শক্তির ব্যাপ্তি থাকতে পারে না। সাধুশব্দত্ব হেতুর দ্বারা সাধারণতঃ প্রতিষ্ঠিত হয় যে, সাধুশব্দ কোন একটি নির্দিষ্টরূপে স্বশক্যার্থবোধক হয়। সুতরাং গবয় শব্দটি সাধুশব্দ হওয়ায় কোন একটি নির্দিষ্টরূপে নিজ অর্থের বোধক হয়, এই পর্যন্তই উক্ত অনুমান জানাতে পারে। উক্ত অনুমান 'গবয়ঃ গবয়ত্বেন গবয়পদবাচ্যঃ' অথবা 'গবয়পদং গবয়ত্বেন গবয়বোধকম্' এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন করতে পারে না। এই জ্ঞান কেবলমাত্র উপমান প্রমাণ দ্বারা পাওয়া যায়। আর তাই উপমানকে স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে স্বীকার করতে হবে।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ